20

দৈনিক বাংলা

04 MAY 1996

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

জনমত

উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা

এইচএসসি পাসের পর পরবর্তী উচ্চ পর্যায়ে ভর্তি সমস্যা বর্তমানে অতি প্রকট। এইচএসসি পাস করা সন্তানদের নিয়ে অভিভাবকদের দিশেহারা অবস্থা। গত বছর ভর্তির ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, অনেক প্রতিষ্ঠানেই সেই নিয়ম অনুসরণ করা হয় না বা অনুসরণ করতে দেয়া হয় না। ময়মনসিংহের সরকারী আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ১২টি অনার্স বিষয়ে এবং পাস কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে ২৫ হাজারের উপর। ভর্তি হতে পারবে ২ হাজারের মত ছাত্রছাত্রী। কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন দিয়ে তালিকা প্রকাশ করেছে। কিন্তু নির্বাচিতদের মধ্য থেকে খুব সামান্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এখন পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে ভর্তির অনিশ্চয়তার কারণে অনেক উচ্চ নম্বরধারী ছাত্রছাত্রীও ভর্তির জন্য এখানে আবেদন করেছিল, নম্বরের ভিত্তিতে প্রথমে তারাই নির্বাচন পেলেও ইতিমধ্যে মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সম্ভাবনায় শেষ পর্যন্ত এখানে ভর্তি হয়নি। তাই ৭৫ ভাগ আসনই শূন্য থেকে যায়। নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী অবস্থানে যারা আছে তাদের থেকে মেধাক্রমানুসারে শূন্য আসনগুলি পূরণ হওয়ার কথা। কিন্তু কলেজের পেশীধারী কিছু ছাত্রনেতা যার নেতৃত্বে আছে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া ছাত্র সংসদের ভিপি-জিএস জোর করে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়ে এই বলে কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে যে শূন্য আসনগুলির জন্য নির্বাচন দেবে ছাত্র সংসদ। কলেজ প্রশাসন বিপাকে পড়ে আগামী ২৫ এপ্রিল তারিখে শিক্ষক পরিষদের এক সভা ডেকেছে। আমার মেয়ের ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে গিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে জানা গেছে যে তারা খুবই ভীত এবং শঙ্কিত, ছাত্র নেতাদের হুমকি এবং সন্ত্রাসের কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকবে না।

এই সুযোগে কয়েকজন ছাত্রনেতা এবং তাদের কয়েকজন গড ফাদার বিগত কয়েক বছরের মত এবারেও কামিয়ে নেবে লক্ষ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, ইংরেজী ইত্যাদি বিভাগে ভর্তির জন্য চুক্তি করা হচ্ছে ১৫ হাজার টাকায়। আর অন্যান্য বিভাগে ভর্তির জন্য ১০ হাজার টাকায়। একজন যোগ্য প্রার্থী ১৪৫০-১৫০০ নম্বর পেয়েও ভর্তি হতে পারবে না। অথচ নেতাদের সঙ্গে চুক্তি করে ১৫ হাজার টাকা খরচ করে ১০০০ বা তার চেয়েও কম নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীরাও ভর্তি হয়ে থাকে। গত বছরও তাই হয়েছে। তবে কিছু রাখঢাক ছিল। এই বছর এই কারবার চলছে একেবারেই প্রকাশ্যভাবে। কে বাধা দেবে? মনে হয় প্রশাসন এবং শিক্ষকগণ একেবারেই অসহায়। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা টাকা নিয়ে লাইন দিচ্ছে নেতাদের কাছে এবং তাদের এজেন্টদের কাছে।

আমি হতাশাগ্রস্ত একজন অভিভাবক সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হলাম এই অরাজকতার প্রতিবাদ জানাবার জন্য এবং প্রতিকারের আশায়। বর্তমানে দেশে বলবৎ আছে কেয়ারটেকার সরকার। এ সরকারের কাছে প্রতিকার আমরা যথার্থই আশা করতে পারি কি?

একজন অভিভাবক
ময়মনসিংহ।